

বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ র শিক্ষা কাঠামো এবং
অভিনবত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

বিপ্লব চক্রবর্তী

গবেষক, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

ডা. জয়তি মাইতি

সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

বিমূর্ত:

জাতি গঠনে শিক্ষা একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির দিকে নিয়ে ও দেশের ভবিষ্যত এবং জনগণের ভাগ্যও নির্ধারণ করে। জাতি ও নাগরিকদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার ভূমিকা এবং এর গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতার পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগের তুলনা করলে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন দেখা যায়। ৩৪ বছর পর, ভারত সরকার আমাদের পড়াশোনার ধরন পরিবর্তন করার পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে, এটি শিক্ষানীতিতে তৃতীয় সংশোধনী। নতুন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP) ২০২০ এতে অনেক পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়েছে যা অবশ্যই সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করবে। NEP ২০২০-এর লক্ষ্য ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং প্রতিটি উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে একটি বহুবিভাগীয় এবং আন্তঃবিভাগীয় উদার শিক্ষা প্রদান করা। এটি ২০৩৫ সালের মধ্যে বর্তমান গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) কে ৫০% এ উন্নীত করার লক্ষ্য রাখে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে নতুন শিক্ষা নীতি তৈরি করা হয়েছে। এই নিবন্ধে, স্কুলশিক্ষা স্তরে NEP নীতির হাইলাইটস, NEP এর যোগ্যতা এবং এটিকে আরও কার্যকর করার জন্য NEP-তে চালু করার পরামর্শগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ:- জাতীয় শিক্ষা নীতির ভিশন, বিদ্যালয় শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০।

ভূমিকা:-

প্রতিটি দেশ তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও অগ্রগতির পরিকল্পনা করে। ভারতে, প্রথম শিক্ষানীতি ১৯৬৮ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে শ্রী রাজীব গান্ধী সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল, শ্রী পি.ভি. ১৯৯২ সালে নরসিমহা রাও সরকার। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দ্বারা ২০২০ সালে সম্প্রতি তৃতীয় প্রধান সংস্কারমূলক নীতি চালু করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেখা গেছে যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

বিশ্বজুড়ে উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় পিছিয়ে পড়েছে। তাই সরকার এবং সমগ্র ব্যবস্থা বিষয়টির উন্নতির জন্য কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই, ভারত সরকার ৩৪ বছর পর ভারতের শিক্ষানীতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৭ সালে, কেন্দ্রীয় সরকার ISRO-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর কস্তুরিরঙ্গনের সভাপতিত্বে একটি নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি জাতীয় শিক্ষা নীতির খসড়া তৈরি করে এবং ২০১৯ সালে জমা দেয় এবং একটি কঠোর পরামর্শ প্রক্রিয়ার পরে ভারত সরকার জুলাই ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ আকারে খসড়াটি অনুমোদন করে। NEP ২০২০ এর লক্ষ্য হল সকল অর্থনৈতিক শ্রেণীতে শিক্ষার প্রচার করা এবং সাধারণ মানুষকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা। NEP ২০২০-এর মূল উদ্দেশ্য হল সামগ্রিক অভিজ্ঞতামূলক, আলোচনা-ভিত্তিক, এবং বিশ্লেষণ-ভিত্তিক শিক্ষার প্রচার করা। এছাড়াও, NEP ২০২০ পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু কমিয়ে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার জন্য জায়গা তৈরি করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং ফলস্বরূপ, ২১ শতকের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিকাশ করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:-

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মৌলিক নীতিগুলি তুলে ধরা।
২. NEP ২০২০ দ্বারা প্রবর্তিত স্কুল শিক্ষায় নতুন শিক্ষা কাঠামো আলোচনা করা।
৩. ভারতে NEP ২০২০ দ্বারা সদ্য গৃহীত বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্য বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা করা।
৪. বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর প্রধান উদ্ভাবনগুলি তুলে ধরা।

গবেষণার প্রশ্নমালা:-

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মৌলিক নীতিগুলি কী কী?
২. NEP ২০২০ দ্বারা প্রবর্তিত বিদ্যালয় শিক্ষায় নতুন শিক্ষা কাঠামো কী?
৩. NEP ২০২০ দ্বারা নতুন গৃহীত বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা বিষয় বস্তু কি?
৪. বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর প্রধান উদ্ভাবনগুলি কী কী?

গবেষণা পদ্ধতি:-

বর্তমান অধ্যয়নের পদ্ধতিটি একটি ধারণাগত আলোচনা, যা বর্ণনামূলক গবেষণা এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ভিত্তিক বিভিন্ন জার্নাল, গবেষণা পত্র, ওয়েবসাইট, বিগত জাতীয় শিক্ষা নীতির (১৯৮৬) রিপোর্ট এবং প্রধান জাতীয় শিক্ষা নীতি (২০২০) রিপোর্টের অধ্যয়ন এর ভিত্তিতে।

সাহিত্যের পর্যালোচনা:-

বর্তমানের অস্তিত্ব অতীতের উপর ভিত্তি করে। এর ইতিহাস অতীত এমন একটি কাঠামো প্রদান করে যা বর্তমান সম্পর্কিত সাহিত্যের পর্যালোচনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করা একটি প্রয়োজনীয় মন্দ হিসাবে দেখা হয় যাতে কেউ অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে পারে। যদিও সম্পর্কিত সাহিত্যের পর্যালোচনা গবেষণা প্রক্রিয়ার অন্য যেকোন উপাদানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, এবং যদি এটি একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে যোগাযোগ করা হয় তবে এটি সম্ভবত পরিচালনা করা যেতে পারে। স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের লেখার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পূর্ববর্তী গবেষণা প্রমাণ দেয় যে গবেষক ইতিমধ্যে যা জানা এবং যা এখনও অজানা এবং এখনও সাক্ষ্য দেওয়া বাকি রয়েছে তার সাথে পরিচিত। এর পাশাপাশি, সম্পর্কিত সাহিত্যের পর্যালোচনা গবেষককে অধ্যয়নের অনুলিপি এড়াতে সাহায্য করে এবং এটি গবেষণার কৌশল এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং পরিমাপ যন্ত্রগুলি নির্দেশ করে যা সমস্যা অনুসন্ধান ফলদায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং পাওয়া যায়নি। যথা:-

১) Maurya A and Ahmed A, THE NEW EDUCATION POLICY 2020: ADDRESSING THE CHALLENGES OF EDUCATION IN MODERN INDIA, This policy tries to overrule its predecessor, which was announced nearly three decades earlier. Barring certain apprehensions, the new national education policy tries to bring in a unified system of education across the length and breadth of this vast and diverse country. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION AND RESEARCH ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR: 6.514(2020); IC VALUE:5.16; ISI VALUE: 2.286.

২) Gavade A, Statistical Analysis of the National Education Policy (2020), The purpose of the National Education Policy is to develop students' in critical thinking skills, scientific temper, and imagination, along with instilling values like empathy, courage, and resilience, International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES) ISSN (Online): 2320-9364, ISSN (Print): 2320-9356 www.ijres.org Volume 9 Issue 7, 2021, PP. 27-31

৩) Verma H and Kumar A, New Education Policy 2020 of India: A Theoretical Analysis, Education has a key and decisive role in this scenario of contingencies. The National Education Policy 2020 has therefore been transformed into the framework of this reform, which could help to build a new education system in the country, in addition to strengthening those economic and social indicators, International Journal of Business and Management Research (IJBMR) Open Access | Review Article | Volume 9, Issue 3 | Pages 302-306 | e-ISSN: 2347-4696.

8) Shubhada MR Niranth MR, NEW EDUCATION POLICY 2020: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH EXISTING NATIONAL POLICY OF EDUCATION 1986, NEP 2020 envisions an India-centric education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant society filled by knowledge and by providing high-quality education to all. 2021 IJRAR May 2021, Volume 8, Issue 2 www.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138)

९) P. Narender Reddy, National Education Policy 2020 - Challenges and Opportunities on the Educational System, The policy, while focusing on various facets of education, also tries to bridge the gap between education and technology. One of the key highlights of NEP 2020 is the decision to make mother tongue or regional language as the medium of instruction up to Class 5. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN: 2319-7064 SJIF (2020): 7.803

७) SARTA A, NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP 2020): AN ANALYTICAL INSIGHT INTO THE REFORMS IT WILL BRING IN SCHOOL AND HIGHER EDUCATION IN INDIA, The study is purely qualitative in nature as it relies solely on secondary data sources. And the secondary data sources used are books, journals, research articles, websites, newspaper, and different government publications. An effort is made to study the provisions of the policy and how these will contribute towards improving the education at school level and in the higher education, International Journal of Advanced Research in ISSN: 2278-6236 Management and Social Sciences Impact Factor: 7.624 Vol. 11 | No. 3 | March 2022 www.garph.co.uk/IJARMSS | 103

१) Shobha M, A Study on Awareness of Nep-2020 among Secondary School Teachers, The study is descriptive in nature and survey method was employed. Data was collected from secondary school teachers of Mysore District using Awareness of NEP-2020 questionnaire, International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR) E-ISSN: 2582-2160, Website: www.ijfmr.com, Email: editor@ijfmr.com, IJFMR2206985 Volume 4, Issue 6, November-December 2022 1

४) Ramesh D. Patil, NEP 2020: QUALITY EDUCATION, QUALITY TEACHING AND TEACHER'S ROLE IN 21ST

CENTURY EDUCATION, NEP 2020 also recognises that teachers will require training in high-quality content as well as pedagogy to cater the needs of the 21st century education. This paper presents some of the qualities of an effective teacher, the quality of instructions and effective delivery of the content in the classroom. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Volume:04/Issue:01/ January-2022, Impact Factor- 6.752 www.irjmets.com www.irjmets.com, International Research Journal of Modernization in Engineering, Technology and Science [406]

গবেষণার উদ্দেশ্য আলোচনাঃ-

উদ্দেশ্য (১)- NEP ২০২০ এর মূল নীতি:-

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষায় বাস্তবায়ন করতে চায়, যা শিক্ষার সকল স্তরে একটি বড় পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এই জাতীয় শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলি বৃহত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান উভয়কেই বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য করবে।

ক) শিক্ষাগত অনুদানগুলিকে সংবেদনশীল করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য ক্ষমতাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া, চিহ্নিত করা, লালন করা এবং পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক উভয় ক্ষেত্রের সামগ্রিক বিকাশকে উন্নত করবে।

খ) শিক্ষার্থীদের মৌলিক সাক্ষরতা অর্জন করা এবং গ্রেড-৩ এর সমস্ত ছাত্রদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা।

গ) শিক্ষার্থীদের নমনীয়তা প্রদান, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শেখার প্রোগ্রাম এবং জীবনের নিজস্ব পথ বেছে নিতে পারে তাদের চাহিদা, আগ্রহ, প্রতিভা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী।

ঘ) শেখার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কঠিন, বিচ্ছেদ এবং ক্ষতিকারক শ্রেণিবিন্যাস থাকবে না (কলা ও বিজ্ঞান, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক ইত্যাদি)।

ঙ) কলা, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, খেলাধুলা, মানবিকতা সহ বিষয়, সকল জ্ঞানের ঐক্য ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করা।

চ) রোট লার্নিংয়ের পরিবর্তে শেখার ধারণাগত বোঝার উপর জোর দেওয়া। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিকতার দিকে উৎসাহিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, উদ্ভাবন এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা তৈরী করা।

ছ) একজন প্রকৃত মানুষ হওয়া, সহানুভূতিশীল হওয়া, দায়িত্ববান, স্বাধীনতা,

সৌজন্যবোধ, নৈতিকতাবোধ ও সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রচার করা, পরিচ্ছন্নতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, সেবার মনোভাব, বৈজ্ঞানিকমনস্কতা, বহুত্ববাদ, সমতা এবং ন্যায়বিচার সম্পন্ন হওয়া।

জ) শিক্ষণ-শিক্ষার পরিবেশ এবং জীবন দক্ষতা যেমন- যোগাযোগ, দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতা শক্তির প্রচার, সহযোগিতা এবং স্থিতিস্থাপকতা তৈরী করা।

ঝ) শেখার জন্য নিয়মিত গঠনমূলক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আজকের “কোচিং সংস্কৃতি” তৈরি করা।

ঞ) শিক্ষণ-শেখানো ব্যবস্থা, শিক্ষা পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, ব্যবস্থাপন, দিব্যাং শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক এবং অভিযোজিত প্রযুক্তি উন্নত করা।

ট) শিক্ষা একটি সমসাময়িক বিষয় মনে রেখে, সমস্ত পাঠ্যক্রম, শিক্ষাবিদ্যা এবং নীতিগুলি দেখানোর জন্য তৈরি করা উচিত বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সম্মান।

ঠ) শিক্ষাগত ক্ষেত্রগুলিতে পূর্ণ সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যা সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং ব্যয় করতে সক্ষম তাদের চাহিদা অনুযায়ী।

ড) প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং স্কুল শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সমস্ত স্তরে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান।

ঢ) স্বচ্ছতা, অখণ্ডতা এবং সম্পদ দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি করা উচিত শিক্ষা ব্যবস্থায়।

ণ) লক্ষ্য হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সর্বোচ্চ মানের ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা তৈরি করা।

ত) অসামান্য শিক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য অসামান্য গবেষণা তৈরি করা।

থ) প্রগতিশীল গবেষণার ক্রমাগত পর্যালোচনা শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিয়মিত মূল্যায়ন করে।

দ) শিক্ষা হল জনসেবা এবং ভারতে গর্ব। এটি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে গতিশীল দেশে।

ধ) শিক্ষার মধ্যে মৌলিক কর্তব্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে। দেশের সাথে ছাত্রদের এক্য বন্ধনে একাত্ম করা।

উদ্দেশ্য (২):-বিদ্যালয় শিক্ষার নতুন শিক্ষা কাঠামো।

NEP ২০২০ দ্বারা প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা নীতি (২০২০) বিবেচনা করে যে, বিদ্যালয় শিক্ষায় ১০+২ কাঠামো পরিবর্তন করে, হবে ৫+৩+৩+৪ এ, নতুন পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাগত পুনর্গঠন এর মাধ্যমে।

বিদ্যালয় শিক্ষার পূর্ববর্তী এবং নতুন শিক্ষা কাঠামো

(১) ভিত্তি পর্যায় (৩ বছর অঙ্গনওয়াড়ি/বালবাটিকা এবং প্রি-স্কুল + ১-২ গ্রেডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ বছরের শিক্ষা এবং (৩-৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের)

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুসারে ভিত্তি পর্যায়টি তিন বছর বয়স থেকে শুরু হবে এবং আট বছর বয়স পর্যন্ত চলবে। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম ৩ বছরে শিশু শিক্ষার্থীরা অঙ্গনওয়াড়ি/প্রি-স্কুল কেন্দ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পরবর্তী ২ বছর তারা প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে, মোট মৌলিক পর্যায় প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা (ECCE) দ্বারা পরিচালিত হয়।

ECCE এর প্রতিষ্ঠানগুলি যা নিয়ে গঠিত সে গুলি হলো -

- ক) স্বতন্ত্র অঙ্গনওয়াড়ি
- খ) অঙ্গনওয়াড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সহ-অবস্থিত
- গ) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ঘ) প্রাক বিদ্যালয়।

পাঁচ বছরের মৌলিক পর্যায় যে মৌলিক শিক্ষা প্রদান করে তা নমনীয়, বহু-স্তরের, কার্যকলাপ-ভিত্তিক, অনুসন্ধান-ভিত্তিক, খেলা ভিত্তিক শিক্ষা। ECCE এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল শিক্ষার সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করা, শারীরিক এবং মোটর সঞ্চালনের উন্নয়ন, জ্ঞানীয় বিকাশ, সামাজিক-মানসিক-নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটানো। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি জাতীয় পাঠ্যক্রম এবং শৈশব যত্ন এবং শিক্ষার জন্য শিক্ষাগত কাঠামো NCERT দ্বারা বিকাশ করা হবে।

(২) প্রস্তুতিমূলক পর্যায় (শ্রেণী: ৩-৫) এবং (৮-১১ বছর বয়সী) শিক্ষার্থীদের জন্য।

প্রস্তুতিমূলক পর্যায় ১১ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে যা ৮ বছর থেকে শুরু হয়। এই তিন বছরের প্রস্তুতি পর্যায়ে ধীরে ধীরে পরিচয় করিয়ে দেয় শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা এবং পাঠ্যপুস্তক সহ আনুষ্ঠানিক স্কুলিং পদ্ধতিকে। পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা সমন্ধে সম্বোধন করা হবে এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের। মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয় উন্মোচন, কার্যকলাপ ভিত্তিক শিক্ষার উপর প্রস্তুতি শিক্ষার্থীদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ করতে।

(৩) মধ্যম পর্যায় (শ্রেণী: ৬-৮) এবং (১১-১৪ বছর বয়সী) শিক্ষার্থীদের জন্য।

বিদ্যালয় শিক্ষার তিন বছরের মধ্যম পর্যায়ে চারুকলা মতো প্রতিটি বিষয়ে আরও স্পষ্টীকরণ এবং বিমূর্ত ধারণার উপর ফোকাস করা হয়, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত, এবং মানবিক শিক্ষা উপর। বিশেষায়িত বিষয়ে শিক্ষকদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, অনুসন্ধান মূলক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং চরিত্র গঠনের কর্মসূচি ও এই পর্যায়ে করা হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে সেমিস্টার সিস্টেম ব্যবস্থাকে।

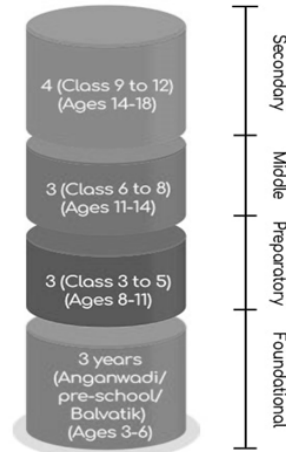
(৪) মাধ্যমিক পর্যায় (শ্রেণী:-৯-১২) এবং (১৪-১৮বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের) জন্য।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার চার বছরের পর্যায়কে ডিজাইন করা হয়েছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষা ব্যবস্থা রূপে। এই পর্যায়টি শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাগত জ্ঞানের বিকাশ ঘটাবে, বৃহত্তর জ্ঞানের গভীরতা গভীরতা তৈরী হবে, বৃহত্তর সমালোচনামূলক জ্ঞান জন্মাবে, সৃজনশীল চিন্তা, বৃহত্তর নমনীয়তা এবং সহ পাঠ্যক্রমের শৈলী তৈরী হবে। শিক্ষার্থীদের আরও মনোযোগী হতে হবে জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং অত্যাৱশ্যক শিক্ষার দিকে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা নেবে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হবে।

Previous Academic Structure



New Pedagogical & Curricular Structure



উদ্দেশ্য (৩):-বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার বিষয় বস্তু।

ভারতে NEP ২০২০ দ্বারা সদ্য গৃহীত পাঠ্যক্রম শিক্ষার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, কৌশল, সংস্থান,সহ নির্দেশনা এবং শিখনের একটি ইন্টারেক্টিভ সিস্টেমকে এবং পরিমাপকে বোঝায়। শিক্ষার এই নতুন নীতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা চালু করেছে, শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমত বিষয় বেছে নিতে পারবে এবং অনুযায়ী নমনীয়তা অনুযায়ী। পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু উচ্চ বোধগম্য অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং সামগ্রিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত শিশুর বিকাশের জন্য।পুনর্গঠন পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাবিজ্ঞান শিশুর বিদ্যালয় শিক্ষাকে নতুন মাএা দেবে।

(ক) পুনর্গঠন বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার বিষয় বস্তু:-

এই শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশ ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। পাঠ্যক্রম এতটাই বিস্তৃত হওয়া উচিত যাতে শিশুর জীবনের শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নান্দনিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটতে পারে। পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাবিদ্যা শিক্ষার সমস্ত স্তরে সংস্কার প্রয়োজন কারন বাস্তব বোঝার এবং শেখার দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং কীভাবে শেখা যায় তা অনুসরণ করতে হবে। এখন মূলত উপস্থিত শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র জ্ঞানীয় বিকাশই নয়, আমাদের গড়ে তোলাও উন্নত চরিত্রকেও। ঊনবিংশ শতকে মূল দক্ষতার সাথে প্রস্তুত সামগ্রিক এবং সুযোগ্য ব্যক্তি তৈরি করা। শেষ পর্যন্ত, শিক্ষা সাহায্য করে জ্ঞানের গভীর-উপস্থিত ভান্ডারের প্রকাশ এবং পরিপূর্ণতা যা ইতিমধ্যেই একজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। সব দিক এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাবিদ্যার সংস্কার এবং পুনর্গঠন করা হবে।

(খ) পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হ্রাস এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা :-

সমস্ত পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হ্রাস করা হবে এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, আবিষ্কার-ভিত্তিক, অনুসন্ধান-ভিত্তিক, বিশ্লেষণ-ভিত্তিক হবে। বিষয়বস্তু আরও ব্যবহারিক, মূল ধারণা এবং সমস্যা সমাধানের উপর ফোকাস করবে। শ্রেণীকক্ষের অধিবেশনগুলি আরও সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক, আনন্দদায়ক ও গভীরতর এবং অভিজ্ঞতামূলক তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা দেওয়া হবে।

(গ) অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা:-

শিক্ষার সমস্ত স্তরে, হাতে-কলমে শিক্ষা, খেলাধুলা-সমন্বিত শিক্ষা, শিল্প-সমন্বিত শিক্ষা, সহ অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক গৃহীত হবে। বিভিন্ন শিক্ষাগত অনুশীলন শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করবে, যেমন আত্মনির্দেশ, স্ব-শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, স্ব-উদ্যোগ, সহযোগিতা, দলবদ্ধ কাজ এবং নাগরিকত্ব বিকাশে। শিক্ষার্থীদের কোর্স পছন্দের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় রাখা উচিত, শিক্ষার্থীদেরকে কলা, শারীরিক শিক্ষা, কারুশিল্প এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ অধ্যয়নের জন্য বিষয়গুলি বেছে নেওয়ার আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে। সুতরাং, শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের নিজস্ব পথ তৈরি করতে পারে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পাঠ্যক্রমিক, সহ-পাঠ্যক্রমিক বা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত এবং বিভিন্ন একাডেমিক এর মধ্যে কোন কঠিন বিচ্ছেদ থাকবে না।

(ঘ) বহুভাষাবাদ এবং ভাষার শক্তি:-

সকল ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, স্কুল পর্যায়ে একটি ইন্টারেক্টিভ এবং কথোপকথন মাধ্যম শেখানো হবে। ৫-৮ স্তরে মাতৃভাষা/গৃহভাষা/স্থানীয় এবং আঞ্চলিক ভাষার উপর জোর দেওয়া হবে। জাতীয়ভাষা প্রচারের জন্য একা ও বহুভাষাবাদ, আঞ্চলিক এবং আকাজ্জার কথা মাথায় রেখে ত্রি-ভাষা সূত্র বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে। পাশাপাশি জনগণ এবং সাংবিধানিক গুরুত্ব কে বজায় রেখে। তিন-ভাষা যথা-রাজ্য, অঞ্চল এবং অবশ্যই পছন্দের সাথে শিশুরা শিখবে তাদের নিজেদের ভাষা। দ্বিভাষিক ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্য বই প্রস্তুত করতে হবে, যাতে

শিক্ষার্থীরা উভয় বিষয়ে চিন্তা করতে এবং বলতে সক্ষম হয়। শিক্ষার ভাষা হবে অভিজ্ঞতামূলক-শিক্ষার শিক্ষাবিদ্যার উপর ভিত্তি করে। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে সংস্কৃতের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের উপকরণ সহ ভারতীয় সাংকেতিক ভাষা (ISL) রাজ্য জুড়ে মানসম্মত করা হবে, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য দেশ, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে। এভাবে দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে “ভারতের ভাষা” প্রকল্পে, কখনও কখনও ৬-৮ গ্রেডে “এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত”-এ অংশগ্রহণ করবে

(ঙ) অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, দক্ষতা এবং ক্ষমতার পাঠ্যক্রমিক একীকরণ:-

১) শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ক্ষমতায়ন এবং নমনীয়তা থাকতে হবে তাদের বিষয় নির্বাচন করার জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতা, ক্ষমতা এবং সমস্ত শিক্ষার্থীর দ্বারা শেখা আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভাবনী, সফলতা, অভিযোজিত এবং উৎপাদনশীল মানুষ হয়ে উঠুক।

২) জাতীয় পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সময় এনসিইআরটি দ্বারা ৬-৮ গ্রেডের জন্য একটি অনুশীলন-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম যথাযথভাবে ডিজাইন করা হবে। ফ্রেমওয়ার্ক ফর বিদ্যালয় এডুকেশন (NCFSE) এটি প্রতি ৫-১০ বছরে একবার পর্যালোচনা এবং আপডেট করা হবে।

৩) প্রাচীন ভারত থেকে জ্ঞান এবং আধুনিক ভারতে তাদের অবদান, এর সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জ, ভারতের স্পষ্ট ধারণা ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে “ভারতের জ্ঞান”এ।

৪) ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের ছাত্রদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উপলব্ধ হবে।

৫) ছাত্রদের নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি যৌক্তিক কাঠামো দেওয়া হবে এবং অল্প বয়সে “যা করতে হবে তা করার গুরুত্ব” শেখানো হবে।

৬) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসাধারণের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অ্যালকোহল, তামাক এবং অন্যান্য ওষুধের ক্ষতিকর এবং ক্ষতিকর প্রভাবগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

৭) সমস্ত পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাবিদ্যা, মৌলিক পর্যায়ে থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পর্যন্ত ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দৃঢ়ভাবে মূলে পুনর্নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ভাষা, দর্শন, ভূগোল, প্রাচীন এবং সমসাময়িক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নীতি ও বৈজ্ঞানিক চাহিদার উপায় নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি।

(চ) স্থানীয় বিষয়বস্তু এবং জাতীয় পাঠ্যপুস্তক:-

পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হ্রাস করা হবে, শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বিষয় এবং শিক্ষাবিদ্যা নির্বাচনের বৃহত্তর সুযোগ দেওয়ার জন্য তাদের গতিশীল পাঠ্যক্রমকে অবশ্যই গঠনমূলক পদ্ধতির উপর নতুন করে জোর দিতে হবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সমান্তরাল পরিবর্তনের সাথে হতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় জাতীয় এবং

স্থানীয় উপাদান রয়েছে- তাতে তারা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের প্রয়োজন এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব শিক্ষাগত শৈলী শিক্ষা দিতে পারে। রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব পাঠ্যক্রম তৈরি করবে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক এনসিইআরটি-এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোর পরামর্শ দেন পাঠ্যপুস্তক। এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রাপ্যতা সমস্ত আঞ্চলিক স্থানীয় ভাষায় হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার যা, সমস্ত শিক্ষার্থী অ্যাক্সেস করতে পারে উচ্চ মানের শিক্ষা।

(ছ) ছাত্র উন্নয়নের জন্য মূল্যায়ন রূপান্তর :-

১) মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শেখার জন্য; এটি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে সাহায্য করবে, সব শিক্ষার্থীর জন্য শেখার ও উন্নয়নকে অস্টিমাইজ করার জন্য শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত সংশোধন করবে।

২) শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কার্ডটি হবে সামগ্রিক, বহুমাত্রিক এবং অনন্যতা প্রতিফলিত করে জ্ঞানীয়, অনুভূতিশীল ডোমেন এর সাহায্যে।

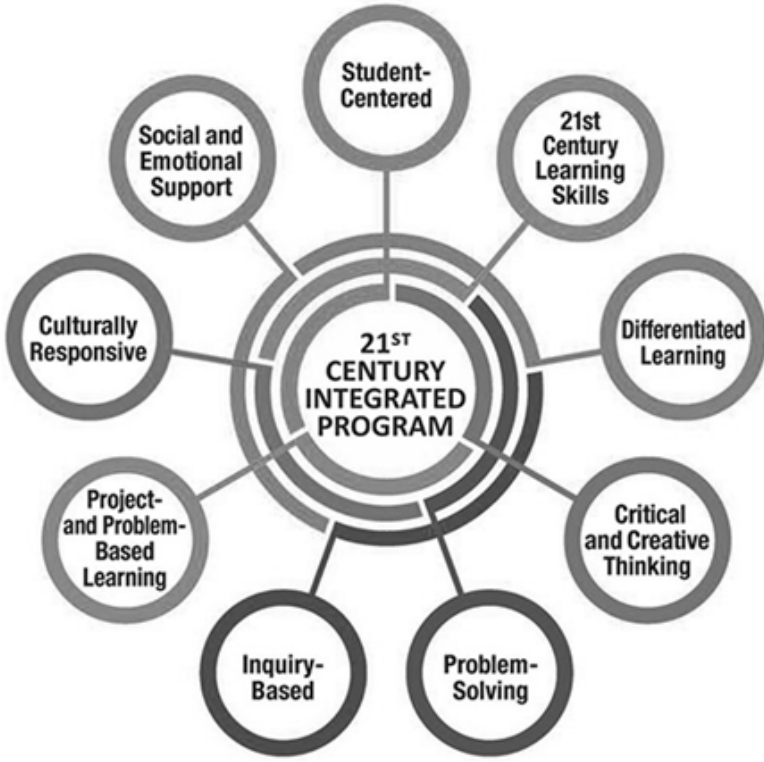
৩) অগ্রগতি কার্ড ছাত্রদের তাদের শক্তি, দুর্বলতা, আগ্রহের ক্ষেত্র এবং সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করবে এইভাবে তাদের সর্বোত্তম ক্যারিয়ার পছন্দ করতে সাহায্য করে।

৪) সার্বিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য বোর্ড পরীক্ষাগুলিকে আরও সহজ এবং আরও নতুন করে ডিজাইন করা হবে। শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্বাচন করতে পারবে বিষয়গুলি তাদের স্বার্থের উপর নির্ভর করে, যা তারা বোর্ড পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করতে পারে।

৫) বোর্ড পরীক্ষা দুটি অংশে পরিচালিত হবে, একটি অংশ একটি উদ্দেশ্যমূলক ধরনের এবং অন্যটি একটি বর্ণনামূলক ধরনের।

৬) পরীক্ষা এবং অন্যান্য নির্দেশিকা এনসিইআরটি দ্বারা প্রস্তুত করা হবে, এসসিইআরটি, মূল্যায়ন বোর্ড এবং প্রস্তাবিত NCFSE ২০২০-২১-এর সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য ২০২২-২৩ একাডেমিক সেশনের মধ্যে নতুন জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র।

৭) এটি একটি জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র (NAC), কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং জ্ঞানের বিশ্লেষণ স্থাপনের জন্য চালু করা হয়েছে। হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট (PARAKH), MHRD-এর অধীনে একটি স্ট্যান্ডার্ড-সেটিং বডি হিসাবে যা মান নির্ধারণের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করে, ভারতের সমস্ত স্বীকৃত বিদ্যালয় বোর্ডের জন্য ছাত্রদের মূল্যায়নে সাহায্য করে।



উদ্দেশ্য (৪):-বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর উদ্ভাবন

১) জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর উপর জোর দেয় যে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিক কর্তব্য ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

২) এই নীতি অনুসারে, ৫+৩+৩+৪ এর একটি নতুন পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাগত কাঠামোর সাথে বিদ্যালয় শিক্ষা পরিবর্তন করা হবে। ৩-১৮ বছর বয়সকে কেন্দ্র করে।

৩) বিষয়ের মূল ক্ষেত্রগুলির ধারণাগত বোঝার উপর জোর দেওয়া, কীভাবে শিখতে হয় এবং শেখার পরিবর্তে শেখা যায়।

৪) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল সর্বজনীন মৌলিক সাক্ষরতা ও প্রাথমিকে সাখ্যরতা অর্জন করবে ২০২৫ সালের মধ্যে।

৫) ভারতের ঐতিহ্য এবং মূল্যের উপর ভিত্তি করে SDG8 সহ ক্রমবর্ধমান উন্নয়নমূলক প্রয়োজনীয়তাগুলিকে মোকাবেলা করা NEP ২০২০-এর লক্ষ্য হবে।

৬) আঞ্চলিক/স্থানীয় ভাষার উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় শিক্ষা স্তরে পাঠ্যক্রম তৈরি করা উচিত। ব্যবহৃত মাতৃভাষা হতে হবে শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য।

৭) মৌলিক সাক্ষরতা এবং উচ্চ মানের জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য পরিকাঠামো (DIKSHA) সম্পদের একটি জাতীয় ভান্ডার ডিজিটালে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে।

৮) লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে প্রি-স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ১০০% গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) অর্জন করা।

৯) অঞ্চল, সাংবিধানিক বিধান, আকাঙ্ক্ষার কথা মাথায় রেখে ত্রিভাষার সূত্রটি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে। জনগণ এবং বহুভাষিকতা ও জাতীয় ঐক্যকে উন্নীত করতে হবে।

১০) বৃত্তিমূলক এবং একাডেমিক, পাঠ্যক্রমিক এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপ, কলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

১১) ২১ শতকের দক্ষতা, গাণিতিক সমন্বিত সহ ভিত্তিগত সাক্ষরতা এবং সংখ্যার উপর জাতীয় মিশন তৈরী করার উপর চিন্তাভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

১২) NCFSE ২০২০-২১ প্রণয়নের সময় NCERT দ্বারা ৬-৮ গ্রেডের জন্য একটি অনুশীলন-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে ডিজাইন করা হবে।

১৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষা একীভূত করা হবে এবং ৬ শ্রেণী থেকে অব্যাহত রাখা হবে।

১৪) পাঠদান-শেখানো সহযোগিতা পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় গুলিকে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা হবে। ইন্টারনেট সংযুক্ত স্মার্ট ফোন এবং ট্যাবলেটগুলি সমস্ত বাড়ি/স্কুলে, প্রতিযোগিতা সহ অনলাইন অ্যাপস, কুইজ, মূল্যায়ন এবং শেয়ারের জন্য অনলাইন সম্প্রদায়গুলিতে পাওয়া যাবে তাতে স্বার্থ বিকশিত হবে।

১৫) শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত, সেরা এবং সর্বাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শিক্ষক হতে পারেন। শিক্ষকদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রয়োজন আমাদের শিশুদের এবং আমাদের জাতির জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।

১৬) পানীয় জল, টয়লেট সুবিধা, ইন্টারনেট ডিভাইস, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, লাইব্রেরি, খেলাধুলা সহ পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ অবকাঠামো এবং সমস্ত বিদ্যালয়ে বিনোদনের সংস্থান প্রদান করা হবে।

১৭) শিক্ষকদের তাদের পেশায় সর্বশেষ উদ্ভাবন, স্ব-উন্নতি, ক্রমাগত এবং অগ্রগতির জন্য সুবিধা দেওয়া হবে।

১৮) ন্যাশনাল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর টিচার্স (NPST) এর একটি সাধারণ নির্দেশিকা তথ্য একটি পেশাদার মান হিসাবে ২০২২ সালের মধ্যে তৈরি হবে,

সাধারণ শিক্ষা পরিষদ (GEC) এর অধীনে NCTE দ্বারা।

১৯) শিক্ষক শিক্ষার জন্য একটি ব্যাপক এবং নতুন জাতীয় পাঠ্যক্রম ফ্রেমওয়ার্ক (NCFTE) ২০২১, ডিজাইন করা হবে।

২০) রিপোর্ট কার্ডগুলি হবে ব্যাপক, যা শুধুমাত্র চিহ্ন এবং বিবৃতির পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং ক্ষমতার বিষয়ে রিপোর্ট করবে।

২১) এই নীতি বিদ্যালয় স্তরে অংশগ্রহণ, অ্যাক্সেস, এবং শেখার ফলাফলে সামাজিক বিভাগের ব্যবধান বন্ধ করতে নিশ্চিত করেছে শিক্ষা এবং অব্যাহত রাখা সকল শিক্ষা খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপান্তর, করা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

২২) এটি আরও সুপারিশ করেছে যে, দেশের বৃহৎ জনসংখ্যার অঞ্চলগুলিকে শিক্ষাগতভাবে সুবিধাবঞ্চিত SEDG গুলি হিসাবে ঘোষণা করা হবে। স্পেশাল এডুকেশন জোন (SEZs), যেখানে সমস্ত নীতি ও ক্ষিম সর্বোত্তমভাবে বাস্তবায়িত হবে।

২৩) ECCE এবং বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের সমান অংশগ্রহণ এবং নিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২৪) RPWD ২০১৬ অনুসারে, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য হোম-ভিত্তিক স্কুলিংয়ের নির্দেশিকা এবং মানগুলি তৈরি করা হবে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

২৫) সমস্ত বৃত্তি, ক্ষিম এবং অন্যান্য সুযোগগুলি এককভাবে SEDG-এর যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রদের জন্য উপলব্ধ হবে সংস্থা, যেমন একটি “একক উইন্ডো সিস্টেম” এ।

২৬) SSA দ্বারা পরিচালিত সারা দেশে প্রতিটি এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, এখন এটি “সমগ্র শিক্ষার অধীনে পরিকল্পনা”।

২৭) NEP ২০২০ স্কুল কমপ্লেক্স / ক্লাস্টারের ধারণার উপর ব্যাপক জোর দেয়। এই কমপ্লেক্সের লক্ষ্য হবে বৃহত্তর সম্পদ ক্লাস্টারে স্কুলগুলির দক্ষতা এবং আরও কার্যকর সমন্বয়, শাসন, কার্যকারিতা, নেতৃত্ব এবং পরিচালনার উপর জোর দেওয়া।

২৮) বিস্তৃত পরামর্শের মাধ্যমে SCERT কে একটি SQAAF (স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট এবং অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক) এ তৈরি করা হবে। সমস্ত স্টেকহোল্ডার এবং সামগ্রিক সিস্টেমের মাধ্যমে একটি পর্যায়ক্রমিক “স্বাস্থ্য পরীক্ষা”, নমুনা-ভিত্তিক জাতীয় সমীক্ষা অর্জন (NAS) এবং সমস্ত স্তরের ছাত্রদের শিক্ষা সম্বোধন করা হবে নতুন জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্রে।

উপসংহার:-

ভারত একটি গণতান্ত্রিক এবং বহু-সাংস্কৃতিক দেশ, যেখান থেকে আমরা অনেক তথ্য সামগ্রি উপলব্ধি করতে পারি। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ হল আমাদের নতুন উদ্যোগ মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। ভিত্তি স্তর থেকে উচ্চ স্তর এবং আজীবন শিক্ষা,

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ পরিবর্তনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এটি উন্নতির জন্য একটি পরিবর্তন হবে কিনা তা মূলত এটির বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা একটি সমসাময়িক তালিকার একটি বিষয় হওয়ায়, বাস্তবায়ন বিশেষ রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত এবং কর্মের উপর নির্ভর করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কারণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাগত পরিস্থিতি খুবই ভিন্ন। এটি বিকেন্দ্রীকরণের জন্য NEP-২০২০-এর সমর্থনের সাথে মিলিত হয়েছে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও স্বায়ত্তশাসনের আকারে এবং 'স্থানীয় স্বাদে' বিষয়বস্তু শেখানোর জন্য শিক্ষায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা। এই শিক্ষানীতি তৈরি হলেও এ নিয়ে সংলাপ চলছে। এই নীতির প্রভাব নির্ভর করবে জনসংখ্যা এবং সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সংলাপ এবং আলোচনার উপর এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর। এই নতুন উদ্যোগগুলি ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত চলবে। এই নীতির ভিত্তিতে, ভারতীয় শিক্ষা সিস্টেমটি শিক্ষককেন্দ্রিক থেকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, বিশেষ করে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের দিকে, দক্ষতা কেন্দ্রিক থেকে মার্ককেন্দ্রিক, তথ্য কেন্দ্রিক থেকে জ্ঞান কেন্দ্রিক। NEP ২০২০ তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে ২০৩০-এর মধ্যে, সমাজের সকল সদস্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের, বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রের অনুগ্রহের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে, উদ্ভাবনী ধারণা ব্যবহার করে এবং আনন্দদায়ক শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করে।

তথ্যসূত্র:-

- ১) Aithal, P. S. & Suresh Kumar, P.M. (2016). Analysis of Choice Based Credit System in Higher Education. International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME), 1(1), 278-284. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.161046>.
- ২) Aithal, P. S. (2016). Student Centric Curriculum Design and Implementation – Challenges & Opportunities in Business Management & IT Education. IRA International Journal of Education and Multidisciplinary Studies, 4(3), 423-437. DOI: <http://dx.doi.org/10.21013/jems.v4.n3.p9>.
- ৩) Aithal, P. S. & Suresh Kumar, P. M. (2017). Challenges and Opportunities for Research & Publications in Higher Education. International Journal of Scientific Research and Modern Education (IJSRME), 2(1), 42-49. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.400619>.
- ৪) Aithal, P. S. and P. M. Suresh Kumar (2016). Organizational Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. Munich Personal RePEc Archive (nal Behaviour in 21st Century – Theory A for Managing People for Performance. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 18, 7, 126-134. DOI: <http://doi.org/10.9790/487X180704126134>.

୫) Aithal, P. S., &ShubhrajyotsnaAithal, (2015). An Innovative Education Model to realize Ideal Education System. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 3(3), 2464 - 2469, DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.61654>.

୬) Aithal, S., Aithal, S., (2020). Analysis of the Indian NationMPRA), <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/102549/> MPRA Paper No. 102549, posted 26 Aug 2020 11:24 UTC

୭) Desai, M. S., & Johnson, R. A. (2014). Integrated systems-oriented student-centric learning environment. *Campus-Wide Information Systems*. 31(1), 24-45.

୮) Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. *Indian Educational Review*, 40(1), 3-28.

୯) National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020.

୧୦) Ulker, N., &Bakioglu, A. (2019). An international research on the influence of accreditation on academic quality. *Studies in Higher Education*, 44(9), 1507-1518.

୧୧) https://en.wikipedia.org/wiki/National_Policy_on_Education.

୧୨) <https://www.oneindia.com/india/new-education-policy-2020-advantages-and-disadvantages-of-nep-3127811.html>.

୧୩) Mallik, S, “National Education Policy 2020 and its comparative analysis with RTE”. *American Research Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 7, Issue 1, pp. 1-7, 2021. 4.

୧୪) R P Singh Kaurav, Prof. K. G. Suresh,Narula,S, Baber R, “New Education Policy: Qualitative (contents) analysis and twitter mining (sentiment analysis)”. *Journal of Content, Community & Communication*, Vol. 12, pp. 4-13, 2020.